কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ০১:০৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গভীর রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষে আহত ১৩

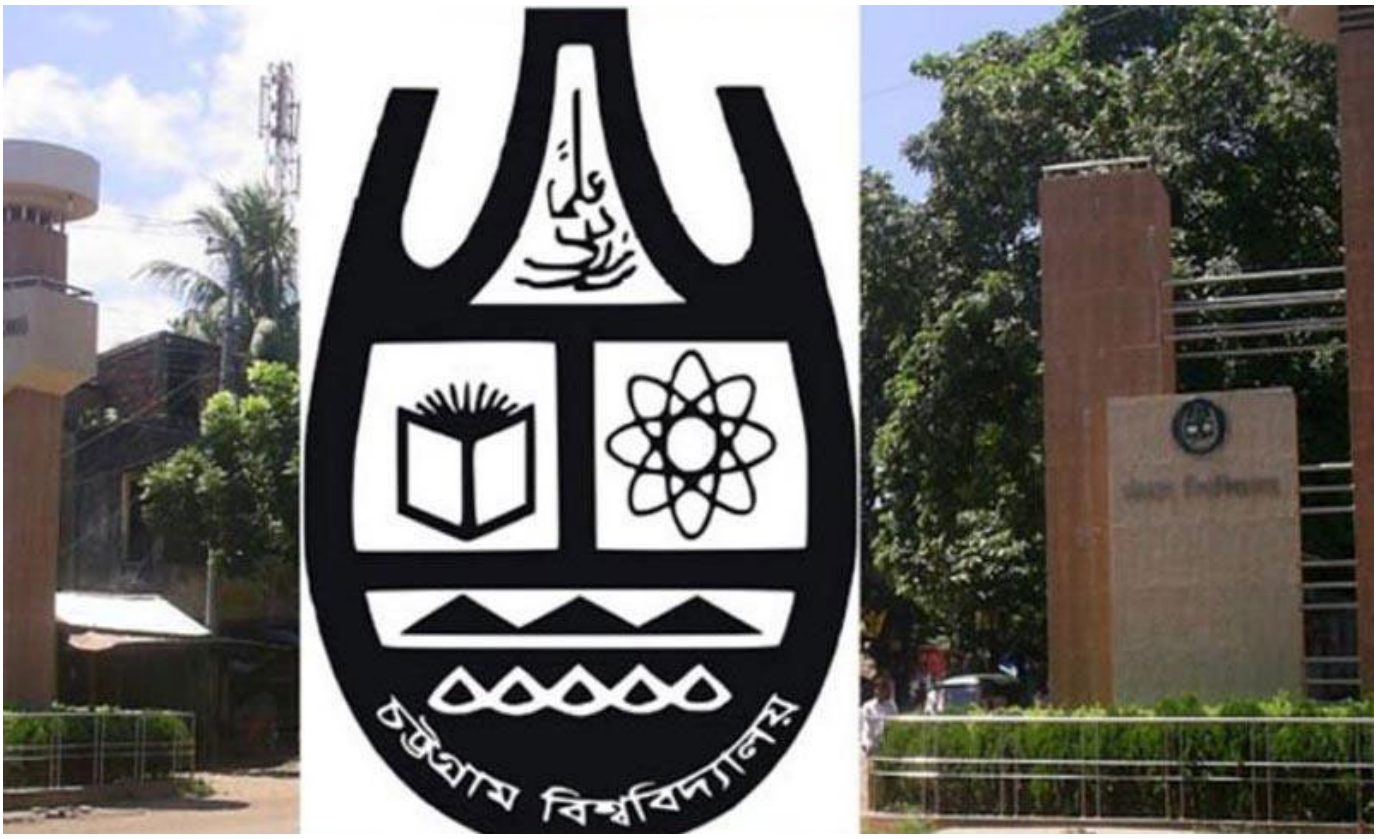

গোলাম রসুল নিশান নামের এক ছাত্রলীগ নেতাকে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার থেকে অপহরণ ও মারধরের ঘটনার জেরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে রাতভর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ১৩ জন কর্মী আহত হয়। সংঘর্ষের সময় পাঁচ রাউন্ড গুলি ও চারটি ককটেল ফাটানোর শব্দ পাওয়া যায়। শুক্রবার রাত দেড়টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত শাহজালাল, শাহ আমানত ও সোহরাওয়ার্দী হলে এই সংঘর্ষ হয়।

দুই পক্ষই এখন হলে অবস্থান নিয়েছে। বিবদমান পক্ষ দুটি হলো সিক্সটি নাইন ও উল্কা। গোলাম রসুল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও উল্কার নেতা বলে জানা যায়। উভয় পক্ষই সিটি মেয়র আ জ ম নাছিরের অনুসারী হিসেবে ক্যামপাসে পরিচিত।

আহতরা হলেন সাংবাদিকতা চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ইশতিয়াক হোসাইন শামীম, একই বর্ষের পদার্থবিদ্যার আনিস মাহমুদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের অর্ণব ইসলাম, একই বর্ষের আরবি বিভাগের ঈমাম উদ্দিন, লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের মাহমুদ ইসলাম, একই বিভাগ ও বর্ষের মো. মামুন ইসলাম, অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মিলন মাহমুদ, লোকপ্রশান বিভাগের প্রথম বর্ষের সৌরভ তালুকদার, অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের রাহুল সাহা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের সাইদুল ইসলাম, প্রথম বর্ষের অভয় দাশ, তৃতীয় বর্ষের ধ্রুব, একই বর্ষের সাদ্দাম হোসেন। আহতরা সবাই সিক্সটি নাইনের কর্মী। আহতদের মধ্যে ধ্রুব ও অর্ণবকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের চবি মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, চবি ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির সহসভাপতি গোলাম রসুলকে শুক্রবার রাত ১২টার দিকে নগরের লালখান বাজার এলাকা থেকে অপহরণ ও মারধর করে দুর্বৃত্তরা। এর প্রতিবাদে তাঁর অনুসারীরা রাত দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক বন্ধ করে বিক্ষোভ করে। গোলাম রসুলের অনুসারীদের অভিযোগ, সিক্সটি নাইনের নেতা ইকবাল টিপুর অনুসারীরা মারধরের সঙ্গে জড়িত। বিক্ষোভ চলাকালে সিক্সটি নাইনের নেতাকর্মীরা উল্কার নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে উল্কার পক্ষে এসে যোগ দেয় ভার্সিটি এক্সপ্রেস ও একাকার নামে আরো দুই সংগঠন। এ সময় পাঁচ রাউন্ড গুলি ও চারটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। একে অন্যকে ইটপাটকেল ও কাচের বোতল নিক্ষেপ করে। দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়াও চলে। পরে পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পরবর্তী সময়ে গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে সিক্সটি নাইন গ্রুপের এক কর্মী খাবার খেতে বের হলে উল্কা গ্রুপের কয়েকজন কর্মী ধাওয়া দেয়। এতে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

চবি মেডিক্যাল সেন্টারের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মুহাম্মদ টিপু সুলতান বলেন, আহতদের মধ্যে তিনজনের মাথায়, চোখে ও হাতে বেশি আঘাত থাকায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সংঘর্ষের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির উপদপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, ইকবাল টিপুর অনুসারীরা গোলাম রসুলকে অপহরণ করে মারধর করেছে। এর প্রতিবাদে মিছিল করতে গেলে তারা আবার হামলা করে।

উল্কার নেতা গোলাম রসুলকে কারা অপহরণ করে মারধর করেছে তা জানেন না উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ইকবাল টিপু। তিনি বলেন, ‘শহরে কে কোথায় কী হয়েছে আমি জানি না। তবে গভীর রাতে আমাদের ছেলেরা রুমে ঘুমাচ্ছিল, সে সময় উল্কার পক্ষে ভার্সিটি এক্সপ্রেস ও একাকার নামে আরো কয়েকেটি গ্রুপ একত্র হয়ে এসে আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা করে।’

হাটহাজারী মডেল থানার ওসি বেলাল উদ্দিন জাহাংগীর বলেন, ‘রাতে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ির ঘটনা ঘটেছে, তবে আমরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। শনিবার দুপুরে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়াধাওয়ি হয়। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত। ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com